বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা
(২০২৫-২৬)

উপজেলা পরিষদ
কালিয়া, নড়াইল

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা
(২০২৫-২০২৬)

উপজেলা পরিষদ, কালিয়া, নড়াইল

গ্রন্থস্বত্ব ঃ
কালিয়া উপজেলা পরিষদ, নড়াইল

প্রকাশনায় ঃ
জনাব মোঃ রাশেদুজ্জামান
প্রশাসক
কালিয়া উপজেলা পরিষদ
নড়াইল

সম্পাদনা ঃ
জনাব মোঃ রাশেদুজ্জামান
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
কালিয়া, নড়াইল

অর্থায়নে ঃ
কালিয়া উপজেলা পরিষদ, নড়াইল

সার্বিক সহযোগীতায় ঃ
জনাব সম্রাট দাশ, সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর, কালিয়া উপজেলা পরিষদ, নড়াইল

কারিগরি সহযোগিতায় : মো: আসলাম খাঁন, ইউডিএফ, ইউজিডিপি, স্থানীয় সরকার বিভাগ, লোহাগড়া।

তথ্য সংগ্রহ ও কম্পোজ ঃ
জনাব সম্রাট দাশ, সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর, কালিয়া উপজেলা পরিষদ, নড়াইল

কৃতজ্ঞতায় ঃ
কালিয়া উপজেলা পরিষদের বিভিন্ন দপ্তরের বিভাগীয় কর্মকর্তাবৃন্দ ও ইউপি চেয়ারম্যানবৃন্দ

ডিজাইন ও মুদ্রণ ঃ তুষার ডিজিটাল প্রিন্টার্স, কালিয়া,নড়াইল।

উৎসর্গ

প্রিয় কালিয়া উপজেলাবাসীকে

বাণী

কালিয়া উপজেলা পরিষদ ২০২৫-২৬ সালের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাজেট বই প্রনয়ণ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। একটি ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে উপজেলা পর্যায়ে এই পরিকল্পনা প্রণয়ন নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে।

এক বছর মেয়াদী পরিকল্পনাটির সফল বাস্তবায়ন সম্ভব হলে কালিয়া উপজেলার অবকাঠামো, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও নারী উন্নয়ন ঘটবে মর্মে বিশ্বাস করি।

কালিয়া উপজেলার বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বই প্রণয়নের এই উদ্যোগের জন্য উপজেলা পরিষদের সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আমি কালিয়া উপজেলা পরিষদের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বই প্রণয়নের এই মহৎ প্রয়াসকে সাধুবাদ জানাই।

(শারমিন আক্তার জাহান)
জেলা প্রশাসক
নড়াইল

উপ পরিচালকের বাণী

কালিয়া উপজেলা পরিষদ বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষের অংশগ্রহণের মাধ্যমে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। লোহাগড়া উপজেলা পরিষদের 'বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা' সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হিসেবে কাজ করবে বলে আশা করি।

একটি সুখী-সমৃদ্ধ জাতি বিনির্মাণের জন্য উন্নয়ন একটি চলমান প্রক্রিয়া। আর এই উন্নয়ন কর্মকান্ডকে সঠিক ট্র্যাকে রাখতে গেলে একটি সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনার খুবই প্রয়োজন। তালা উপজেলা পরিষদ জনগণের উন্নয়নের জন্য একটি 'বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা' করতে যাচ্ছে যা উন্নয়নের পরিকল্পনার একটি পূর্বশর্ত। । জনগণ, জনপ্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ এলাকার সমস্যা সমাধানে সম্মিলিতভাবে কাজ করবেন যার ফলে সুষ্ঠুভাবে সম্পদের ব্যবহার নিশ্চিত হবে। দক্ষতা, জবাবদিহিতা ও গণতন্ত্রের চর্চা বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে সম্পদ ব্যবহারে অপচয় কমবে, উন্নয়নের ভিত টেকসই হবে এবং অনগ্রসর জনগণের উন্নয়ন সম্ভবপর হবে। আমি উদ্যোগকে স্বাগত জানাই ও লোহাগড়া উপজেলার সাফল্য কামনা করি।

(জুলিয়া সুকায়না)

উপ পরিচালক
স্থানীয় সরকার, নড়াইল

বাণী

টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অতীব গুরুত্বপুর্ণ বিষয়। সীমিত সম্পদের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে কাঙ্খিত উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য এতদসংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রণয়নের কোন বিকল্প নেই। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অবকাঠামোসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কালিয়া উপজেলার অবস্থান অনেক পিছনে। আগামী এক বছরে (২০২৫-২৬) এ সকল ক্ষেত্রে কাম্যমান অর্জনের মাধ্যমে কালিয়া উপজেলাকে সুখী, সমৃদ্ধশালী, দারিদ্রমুক্ত, শিক্ষিত, আনুষ্ঠানিক উপজেলা হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষে উপজেলা পরিষদ সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে।

উন্নয়ন পরিকল্পনায় জনঅংশগ্রহণ বর্তমান সময়ের একটি আলোকিত বিষয়। বাংলাদেশের সংবিধানে তৃণমূল পর্যায়ে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য স্থানীয় সরকারকে প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান এবং সাথে জনগণের অংশগ্রহণে গুরত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। উন্নয়ন কর্মসূচিতে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ বা মতামত প্রদানের বিষয়টি অবশ্যই খুবই ইতিবাচক ও যুগপযোগী। এর মাধ্যমে স্থানীয় উপকার ভোগীরা কার্যক্রমটিকে একান্ত নিজের মনে করতে পারে এবং সুষ্ঠভাবে প্রকল্প বা কাজটি বাস্তবায়নের জন্য স্বেচ্ছায় অবদান রাখে।

কালিয়া উপজেলার বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে জনঅংশগ্রহণে তথা জনগণের মতামতের বিষয়টিকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। এ পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিগত বছর সমুহে রাজস্ব উন্নয়ন খাতে প্রাপ্তির ধারবাহিকতায় ভবিষ্যৎ সম্ভাব্য প্রাপ্তির বিষয়টি বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে।

আশা করা যায় কালিয়া উপজেলা পরিষদ আগামী এক (২০২৫-২০২৬) বছরে দলমত নির্বিশেষে সকলের জন্য উন্নয়নে অশেষ অবদান রাখবে।

(মোঃ রাশেদুজ্জামান)
প্রশাসক,উপজেলা পরিষদ
ও
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
কালিয়া, নড়াইল।

১.৫ উপজেলার ভৌগলিক পরিচিতি 12
১.৬ ভাষা ও সংস্কৃতি 12
১.৭ মুক্তিযুদ্ধে কালিয়া 12
১.৮ প্রত্যাশা 13
১.৯ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বই প্রণয়নের উদ্দেশ্য 13
১.১০ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বই প্রণয়ন প্রক্রিয়া 13
১.১১ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বই প্রণয়নের সীমাবদ্ধতা 14
১.১২ তালা উপজেলার মানচিত্র 14

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ উপজেলা আর্থ-সামাজিক তথ্য ভান্ডার

২.১ উপজেলার পরিষদ ও বিভিন্ন দপ্তরের আর্থ-সামাজিক তথ্য 15

তৃতীয় অধ্যায়ঃ উপজেলার সম্পদ বিবরণী

৩.১ উপজেলার সম্পদের বিবরণী 19

চতুর্থ অধ্যায়ঃ পরিস্থিতি বিশ্লেষণ

৪.১ পরিস্থিতি বিশ্লেষণ 21

পঞ্চম অধ্যায়ঃ রূপকল্প

৫.১ রূপকল্প 21

ষষ্ট অধ্যায়ঃ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

৬.১ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য 21
৬.২ উপজেলার এসডব্লিউওটি (SWOT) বিশ্লেষন 22

সপ্তম অধ্যায়ঃ পরিস্থিতি বিশ্লেষণ

৭.১ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য 22
৭.২ প্রকল্পের সার-সংক্ষেপ 26

অষ্টম অধ্যায়ঃ মনিটরিং ও মুল্যায়ন পদ্ধতি

৮.১ মনিটরিং ও মূল্যায়ন কৌশলের উদ্দেশ্য 36
৮.২ মনিটরিং ও মূল্যায়ন কৌশলের মানদন্ড 36
৮.৩ মনিটরিং ফরম্যাট 36
৮.৪ মনিটরিং ও মূল্যায়ন প্রতিবেদনের কাঠামো 37

প্রথম অধ্যায়: ভূমিকা, উপজেলার পরিচিতি ও নামকরণ

১.১ ভূমিকাঃ

উপজেলা পরিষদ, স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার দ্বিতীয় ও গুরুত্বপূর্ণ স্তরের স্থানীয় সরকার। উপজেলা পরিষদ আইনে ১৯৯৮ (সংশোধিত ২০০৯ ও ২০১১) বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনাা প্রণয়নকে অন্যতম কাজ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। উপজেলা পরিষদ আইনের ২৩ ধারা অনুযায়ী উপজেলা পরিষদের কার্যাবলীর তালিকায় বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রথম স্থানে রয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা উপজেলা পরিষদের ভূমিকা ইতোমধ্যে বিশেষভাবে স্বীকৃত হয়েছে। পরিকল্পনা ছাড়া কোন জাতি, দেশ বা সমাজ উন্নতির শিখরে অগ্রসর হতে পারেনা। পরিকল্পনা প্রণয়নে জাতীয় বা দেশ ভিত্তিক ফলাফল অর্জনের দিকে গুরুত্বারোপ করা হয়। উপজেলা পরিষদের সীমিত সম্পদের সাথে সামঞ্জস্য রেখে উপজেলার জনগণের চাহিদা ও অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তালা উপজেলা পরিষদের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ২০২৫-২৬ প্রনয়ণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

১.২ কালিয়া উপজেলা পরিচিতি ও ঐতিহাসিক পটভূমিঃ

ভবিষ্যত কার্যক্রমের মধ্যে পারস্পারিক সেতু বন্ধন সৃষ্টি করা বলতে সাধারণত পরিকল্পনা বুঝায়। দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধনের লক্ষ্যে উপজেলা পরিষদসমূহকে আরও শক্তিশালী এবং কার্যকর করার উদ্দেশ্যে পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা করার বিকল্প নেই। তারই আলোকে দেশের গ্রাম-গঞ্জের দরিদ্র ও হত দরিদ্র জনগোষ্ঠির সামগ্রীক উন্নয়নের জন্য উপজেলাতে বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী দপ্তরগুলোকে সমন্বয় করে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে উন্নয়ন করণের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা অব্যাহত আছে। দেশের সামগ্রীক উন্নয়নের লক্ষ্যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এবং স্থানীয় পর্যায়ে অত্র উপজেলাতেও কৌশলগতভাবে পরিকল্পনার গুরুত্ব অপরিসীম। অনুরুপভাবে উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (২০০৯ ও ২০১১ সালে সংশোধিত) এ দেশের উপজেলাসমূহের জন্য একটি বার্ষিক এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। অনুরুপভাবে উন্নয়নের স্বার্থে এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে সামঞ্জস্য রেখে গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহকে প্রাধান্য দিয়ে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

১.৫ ভাষা ও সংস্কৃতি ঃ

নানা মত ও বর্ণের লোকজনের বসবাসের মধ্যে দিয়ে এ এলাকার জনবসতি গড়ে উঠেছে। ইতিহাস নির্মাণকালে এ এলাকার বিদেশী বনিকদেও আনাগোনা ছিল। সেই সুবাদে ভিন্ন জাতিসত্বা ও অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়।

আয়তন ও অবস্থান: কালিয়া উপজেলার আয়তন ৩১৭.৬৪ বর্গ কিঃ মিঃ। এ উপজেলা ৮৯.৩১ ডিগ্রি দ্রাঘিমা এবং ২৩.০০ ডিগ্রি অক্ষাংশে অবস্থিত। এখানের গড় আদ্রতা ৭৮%। পূর্ব অক্ষাংশে গোপালগঞ্জ জেলার সদর উপজেলা, পশ্চিমে যশোর জেলার অভয়নগর উপজেলা, উত্তর-পশ্চিমে নড়াইল জেলার সদর উপজেলা, উত্তর-পূর্বে নড়াইল জেলার লোহাগড়া উপজেলা এবং দক্ষিণে খুলনা জেলা অবস্থিত

১.৮ প্রত্যাশাঃ

কালিয়া উপজেলার সকল স্তরের জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদের সকল বিভাগ ও ইউনিয়ন পরিষদকে সাথে নিয়ে এলাকার সার্বিক সমন্বিত টেকসই উন্নয়ন কল্পে, তালা উপজেলার জনগনের প্রয়োজনীয় বাস্তব ভিত্তিক ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে একটি উন্নয়নকামী শক্তিশালী উপজেলা প্রতিষ্ঠা করা।

১.৯ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বই প্রণয়নের উদ্দেশ্যঃ

উপজেলা পরিষদের সম্পদের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তাই এই সীমাবদ্ধ সম্পদের অগ্রাধিকার ভিত্তিক এবং সঠিক ব্যবহারের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করা অত্যাবশ্যক। কারণ পরিকল্পনার মাধ্যমেই সম্পদের যথাযথ ব্যবহার করা সম্ভব। উপজেলা পরিষদের এলাকায় বর্তমানে বিভিন্ন স্টকহোল্ডারদের অর্থাৎ উপজেলা পরিষদের হস্তান্তরিত, অহস্তান্তারিত এবং অন্যান্য বিভাগ বা সংস্থাসমূহ তাদের বিভাগীয় উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। কিন্তু চলমান উন্নয়ন কার্যক্রম এর মধ্যে সমন্বয় না থাকার কারণে কার্যক্রম এর ক্ষেত্রে দক্ষতা পরিকল্পিত হচ্ছে না। ফলে সম্পদের সুষ্ঠু ও অগ্রাধিকার ব্যবহার নিশ্চিত করা হচ্ছে না। বাংলাদেশ সরকারের সহস্রাব্দ উন্নয়নের লক্ষ্য এবং উপজেলা পরিষদের সকল স্টকহোল্ডারদের অর্থাৎ হস্তান্তরিত ও অহস্তান্তারিত, অন্যান্য বিভাগ এবং ইউনিয়ন পরিষদের সম্পদ, কার্যক্রম এবং উন্নয়ন পরিকল্পনাকে সমন্বিত করে উপজেলা ভিত্তিক সার্বিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে পরিকল্পনা বই তৈরির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

১.১০ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বই প্রণয়ন প্রক্রিয়াঃ

উপজেলা পর্যায়ের সকল দপ্তরকে সম্পৃক্ত করে বার্ষক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় কতগুলো ধাপ অনুসরণ করা হয়েছে।

প্রথমত: বার্ষিক উন্নয়নের পরিকল্পনা প্রনয়নের জন্য লোহাগাড়া উপজেলা পরিষদ বিশেষ সভায় উপজেলা পরিষদের সকল বিভাগীয় প্রধানদের সমন্বয়ে একটি পরিকল্পনা কমিটি গঠন করা হয়।

দ্বিতীয়ত: উপজেলা পরিষদের স্থায়ী কমিটির সদস্যগণকে উদ্বুদ্ধ ও সম্পৃক্ত করে খাতভিত্তিক সমস্যা বিশ্লেষণ অগ্রাধিকার নিরুপনের মাধ্যমে খাতভিত্তিক ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। অতপর পরিকল্পনা কমিটি উপজেলা কমিটি সমূহের নিকট থেকে খাতভিত্তিক প্রস্তাবনা সংগ্রহ করে একটি সমন্বিত খসড়া বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করে।

তৃতীয়তঃ উপজেলা পরিষদের সকল হস্তান্তরিত এবং অ-হস্তান্তরিত ও অন্যান্য বিভাগকে উদ্বুদ্ধ ও সম্পৃক্ত করে বিভাগ ভিত্তিক পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা তৈরি কর হয়। পরবর্তিতে পরিকল্পনা কমিটি উপরোক্ত বিভাগ ভিত্তিক তথ্য ও পরিকল্পার সমন্বয়ে উপজেলা পরিষদের খসড়া সমন্বিত বর্ষিক পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে।

চর্তুথত: উপজেলা পরিষদের বিশেষ সভায় পরিকল্পনা কমিটি সমন্বিত খসড়া বার্ষিক পরিকল্পনা উপস্থাপন করে। উক্ত বিশেষ সভায় সমন্বিত খসড়া বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং অংশগ্রহণকারীগণ তাদের মূল্যবান মতামত ও সুপারিশ প্রদান করে। সবশেষে উপজেলা পরিষদ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনাটি চুড়ান্ত অনুমোদন করে।

১.১১ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কৌশলঃ

ক) সরকারী অন্যান্য বিভাগের সাথে সম্পুরক/পরিপুরক প্রকল্প গ্রহণ।

খ) উপজেলা, ইউনিয়ন পরিষদ, এনজিও এবং ব্যক্তির মধ্যে সম্পদ ও প্রকল্পের সমন্বয় সাধন।

গ) অংশ গ্রহণমূলক মনিটরিং প্রক্রিয়া অনুসরণ।

ঘ) নিম্ন থেকে উর্ধমূখী পরিকল্পনা প্রক্রিয়া অনুসরণ।

১.১৩ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বই প্রণয়নের সীমাবদ্ধতাঃ

কালিয়া উপজেলা পরিষদ পর্যায়ে বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রথম উদ্যোগ হিসেবে এই পরিকল্পনা বই এর কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এই বার্ষিক পরিকল্পনার বই-এর উল্লেখযোগ্য অংশ হল হস্তান্তরিত, অহস্তান্তরিত এবং অন্যান্য সকল বিভাগ/সংস্থাসমূহ থেকে ভিত্তি তথ্য এবং তাদের বর্তমান কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহকরা এবং সেই তথ্যের বিশ্লেষণ করা। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে বিভিন্ন বিভাগের তথ্যের ঘাটতি এবং বর্তমান কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সরবরাহ করার ক্ষেত্রে বিভাগসমূহের আগ্রহ কম ছিল। এমতাবস্থায়, পরিকল্পনা বই প্রণয়নেরক্ষেত্রে নির্দেশনা অনুযায়ী সকল বিভাগ/সংস্থাসমূহের প্রয়োজনীয় তথ্যও সময়মত পাওয়া যায়নি।

উপজেলা পরিষদের বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে সকল স্টকহোল্ডার অর্থাৎ হস্তান্তরিত, অ-হস্তান্তরিত এবং বিভাগসমূহকে পরিকল্পনা বিষয়ে উদ্বুদ্ধ এবং সম্পৃক্ত করা একটি সময়-সাপেক্ষ প্রক্রিয়া কিন্তু এই পরিকল্পনা বই তৈরির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সময় পাওয়া যায়নি। পরিকল্পনা বই প্রণয়নের ক্ষেত্রে উপজেলা পর্যায়ে কর্মরত অনেক প্রতিষ্ঠান তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে এবং তাদের বর্তমান কার্যক্রমের তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে সংশয় প্রকাশ করেছে। অনেক প্রতিষ্ঠান তাদের কার্যক্রম সম্পর্কে প্রতিবেদন দেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের কথা উলেখ করেছে। ফলে সঠিক সময়ে তাদের নিকট হতে প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া সম্ভব হয়নি।

১.১৪ কালিয়া উপজেলার মানচিত্রঃ

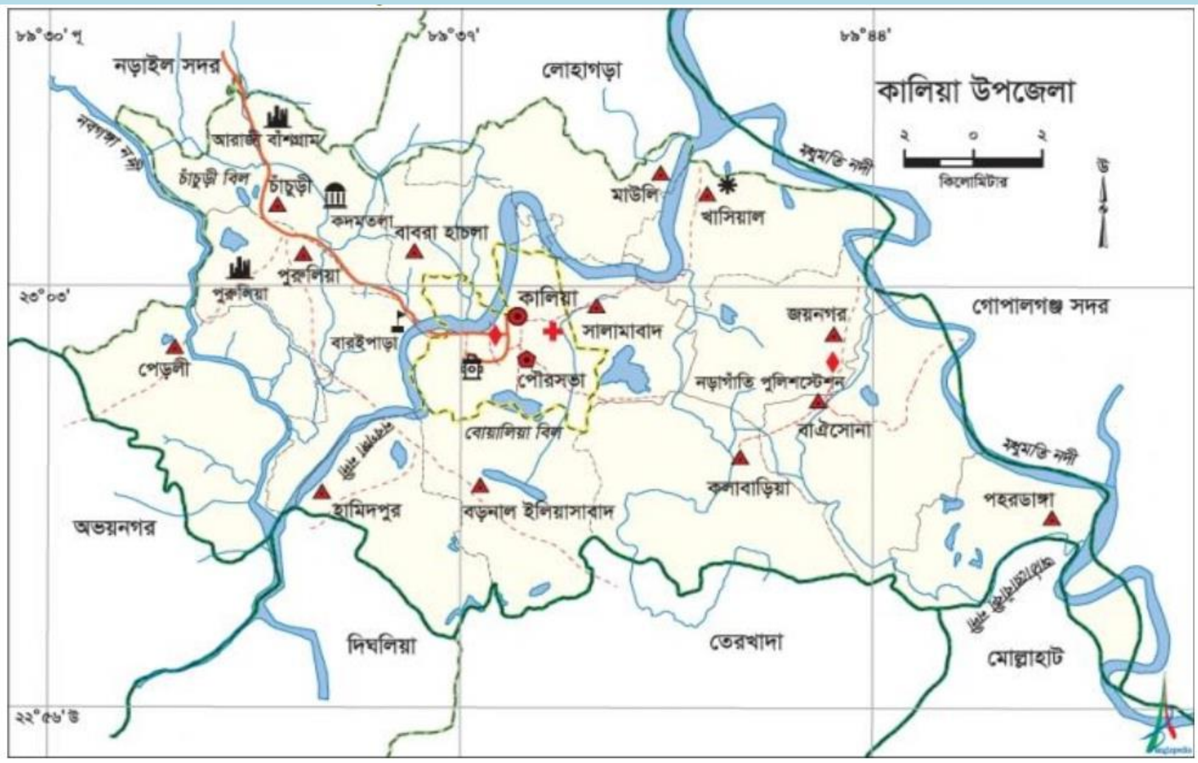

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ আর্থ-সামাজিক তথ্য

২.১

সাধারণ তথ্য		
ক্রঃ নং	বিবরণ	তথ্য
১	উপজেলার সীমানা	ভৌগলিক অবস্থান: ৮৯.৩১ ডিগ্রি দ্রাঘিমা এবং ২৩.০০ ডিগ্রি

		অক্ষাংশে অবস্থিত। এখানের গড় আদ্রতা ৭৮%। পূর্ব অক্ষাংশে গোপালগঞ্জ জেলার সদর উপজেলা, পশ্চিমে যশোর জেলার অভয়নগর উপজেলা, উত্তর-পশ্চিমে নড়াইল জেলার সদর উপজেলা, উত্তর-পূর্বে নড়াইল জেলার লোহাগড়া উপজেলা এবং দক্ষিণে খুলনা জেলা অবস্থিত।
২	উপজেলার আয়তন	৩১৭.৬৪ বর্গ কিঃ মিঃ।
৩	জেলা সদর হতে দুরত্ব	২৮কি.মি.।
৪	জনসংখ্যা	২,০৮,০২৪ জন। (পুরুষ-১,০১,০১২ জন মহিলা-১,০৭,০১২ জন) (২০১১ সালের অদম শুমারী অনুযায়ী)
৫	জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার	কালিয়া- ০.৩৫%
৬	জনসংখ্যার ঘনত্ব	৬৫৫ জন (প্রতি বর্গ কি.মি.)।
৭	নির্বাচনী এলাকা	৯৩-নড়াইল-১ (কালিয়া)।
৮	ভোটার সংখ্যা	১,৫১,৯২১ জন (পুরুষ-৭৫,২৬২ জন, মহিলা-৭৬,৬৫৯ জন) (২০১৫ সালের পৌরসভা নির্বাচন অনুযায়ী)
৯	পৌরসভা	১টি
১০	ইউনিয়ন	১৪টি।
১১	মৌজা	১০৯টি।
১২	গ্রাম	২২৯টি।
১৩	ডাক বাংলো	০১টি।
১৪	ব্যাংক শাখা	১৪টি।
১৫	সরকারী খাদ্য গুদাম	০২টি।
১৬	টেলিফোন এক্সচেঞ্জ	০১টি।
১৭	পাঠাগার	০৩টি।
১৮	বেকার যুব	১৮,২২৩ জন।
১৯	মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা	৭৫৩ জন।
২০	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	০১টি।
২১	কমিউনিটি ক্লিনিক	১৬টি।
২২	পাঁকা রাস্তা	৭২ কি. মি.।

২৩	আধাপাকা	৩৪ কি. মি.
২৪	কাঁচা রাস্তা	৩৪০ কি. মি.।
২৫	জলাশয় (খাস পুকুর)	মোট ১৪ টি
২৬	আশ্রয়ন প্রকল্প	০২টি
২৭	ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র	৮টি।
২৮	মোট কৃষি জমি	৩২,৫৮৬ হেক্টর।
২৯	মসজিদ	৪১৫ টি।
৩০	মন্দির	১০৫ টি।
৩১	পোষ্ট অফিস	৫ টি।
৩২	সাব রেজিষ্টার অফিস	০১টি।
৩৩	পশু হাসপাতাল	০১টি।
৩৪	মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৪৪ টি।
৩৫	মোট মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২৭ টি
৩৬	কলেজ	০৬ টি ।
৩৭	কারিগরি কলেজ	০১ টি।
৩৮	ফাজিল মাদ্রাসা	০৩টি।
৩৯	দাখিল মাদ্রাসা	০৯ টি।
৪০	কারিগরি স্কুল	নাই
৪১	শিক্ষার হার	৬৫.৭ %।
৪২	নদীর সংখ্যা	০২টি (মধুমতি, নবগঙ্গা)।
৪৩	ইউনিয়ন ভূমি অফিস	১২টি ।
৪৪	বেসরকারী সংস্থা (ঘএঙ)	১৯ টি।
৪৫	ইউনিয়ন পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র	১৩ টি।
৪৬	খাস জমির পরিমাণ	৪,২২৪.৫৭ একর (কৃষি+অকৃষি)।
৪৭	রেন্ট সার্টিফিকেট মামলা	২২টি।
৪৮	রেন্ট সার্টিফিকেট মামলায় দাবীকৃত টাকার পরিমাণ	২,২৬,৪৪২/-

৪৯	ভূমি উন্নয়ন কর দাবী (২০১৩-১৪)	৫৯,৮০,০৯৫/-
৫০	আদায়ের হার (২০১৩-১৪)	১০০%
৫১	ভূমি উন্নয়ন কর দাবী (২০১৪-১৫)	৭৩,০৪,০৬৮/-

তথ্য সূত্রঃ কালিয়া পরিসংখ্যান অফিস, কালিয়া, নড়াইল।

স্বাস্থ্য সংক্রান্ত

১। ১২টি ইউনিয়নে বর্তমানে চালুকৃত ১২টি সি.সির (কমিউনিটি ক্লিনিক) মধ্যে পুরাতন ৩৭ টি (দীর্ঘ ৭ বৎসর বন্ধ ছিল- ২০১১ ইং হইতে ২০১৩ইং পর্যন্ত মেরামত ও সংস্কার করা হইয়াছে এবং ১০ টি ২০১১-২০২১ ইং পর্যন্ত সময়ে নতুন নির্মিত হয়েছে) চিকিৎসা মূলক সেবার মাধ্যমে পর্যাপ্ত পরিমাণে ঔষধ সরবরাহ করা হইতেছে এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। এ কার্যক্রমে জানুয়ারী-২০১০ইং হইতে ডিসেম্বর/২০২১ইং পর্যন্ত ৩,৫২,৫০৩ জনকে সেবা প্রদান করা হইয়াছে। বর্তমানে ১০টি সিসি নতুন ভাবে নির্মানের জন্য প্রক্রিয়াধীন।

২। ১২টি ইউনিয়নে ১২টি মেডিকেল টিম এবং উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ১টি মেডিকেল টিম সার্বক্ষনিক ডায়রিয়া নিয়ন্ত্রণ,করোনা ভ্যাকশিনেসন ও অন্যান্য রোগ বালাই কাজে নিয়োজিত রহিয়াছেন।

পরিবার পরিকল্পনা

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র ঃ ০৭ টি
মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র ঃ ০৩ টি
এম.সি.এইচ. ইউনিট ঃ ০২টি

প্রাণি সম্পদ

উপজেলা পশু চিকিৎসা কেন্দ্র ঃ ০১ টি
পশু ডাক্তারের সংখ্যা ঃ ০২ জন
গবাদি পশু/ দুগ্দ খামার খামার ঃ ৫০১ টি
ছাগলের খামার ঃ ১৫ টি
ভেড়ার খামার ঃ ১২ টি
ব্রয়লার মুরগীর খামার ঃ ১৩৩টি
লেয়ার মুরগীর খামার ঃ ২২টি
হাসের খামার ঃ ১২ টি
কবুতরের খামার ঃ ১১০টি

সমবায় সংক্রান্ত

কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি লিঃ ঃ ০৪ টি
পউবো সমিতি ঃ ০১টি
সাধারণ সমবায় সমিতি ঃ ৪৮৭ টি

তথ্য সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অভিযোগ কিংবা বিধি সম্মত তথ্যের জন্য নিম্নোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করা যাবে ঃ
উপজেলা নির্বাহী অফিসার, লোহাগাড়া, নড়াইল
ফোন ঃ ০২৪৭৭৭৭৪২০৯,
ই-মেইল ঃ unolohagaranarail@mopa.gov.bd, ওয়েবসাইট ঠিকানা ঃ www.lohagara.narail.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় লোহাগাড়া, নড়াইল

সিটিজেন চার্টার (Citizen Charter)

ক্রমিক নং	সেবার নাম	সেবা প্রদানের সময় সীমা	সেবা প্রদানের প্রদ্ধতি	সেবা প্রদানের স্থান
০১	কৃষি/অকৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত, পেরীফেরীভূক্ত হাট-বাজার একসনা বন্দোবস্ত ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ভূমি সংক্রান্ত বিষয়।	সহকারী কমিশনার (ভূমি) হতে প্রাপ্তির পর ৩ (তিন) দিনের মধ্যে।	উপজেলা ভূমি অফিস হতে প্রস্তাব প্রেরণের পর উপজেলা নির্বাহী অফিস হতে প্রস্তাবটি সুপারিশ সহকারে জেলা প্রশাসক মহোদয়ের কার্যালয়ে অগ্রবর্তী করা হয়।	সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর কার্যালয়, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও ভূমি মন্ত্রণালয়।
০২	ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত	প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার	প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিস,

	বরাদ্ধে গৃহীত প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম (টি.আর, কাবিখা, কাবিটা ও ত্রাণ সামগ্রী)।	হতে প্রস্তাব প্রাপ্তির পর ২ (দুই) দিনের মধ্যে।	নিকট থেকে প্রস্তাব প্রাপ্তির পর সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতঃ জেলা প্রশাসক মহোদয়ের কার্যালয়ে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়।	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়, জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উপজেলা হিসাব রক্ষণ অফিস।
০৩	এল.জি.ই.ডি কর্তৃক গৃহীত ও বাস্তবায়িত প্রকল্প, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ঠিকাদারের বিল/প্রকল্প কমিটির সভাপতির বিল প্রদান।	উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয় হতে প্রস্তাব প্রাপ্তির পর ২ (দুই) দিনের মধ্যে।	উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয় হতে প্রস্তাব প্রাপ্তির পর বিল অনুমোদন, প্রয়োজনে সরেজমিনে পরিদর্শন।	উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয় ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উপজেলা হিসাব রক্ষণ অফিস।
০৪	হাট-বাজার বাৎসরিক ইজারা প্রদান।	প্রতি বছরের ১লা বৈশাখের আনুমানিক ২ (দুই) মাস পূর্বে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।	হাট-বাজার নীতিমালা অনুযায়ী দরপত্র বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে।	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয় এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর কার্যালয়।
০৫	জলমহাল ইজারা প্রদান।	প্রতি বছরের ১লা বৈশাখের আনুমানিক ২ (দুই) মাস পূর্বে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।	জলমহাল ইজারার নীতিমালা অনুযায়ী দরপত্র বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে।	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়, সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর কার্যালয় ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়।
০৬	সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালনকারী বে-সরকারী কলেজ, হাই স্কুল ও মাদ্রাসার বেতন বিল প্রদান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিবিধ প্রশাসনিক কার্যাবলী।	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে বেতন বিল প্রাপ্তির ২ (দুই) দিনের মধ্যে এবং যে কোন প্রশাসনিক কাজের প্রস্তাব প্রাপ্তির ৭ (সাত) দিনের মধ্যে।	প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক বিল দাখিলের পর।	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়।
০৭	ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, সদস্য, সদস্যাদের সরকারী অংশের সম্মানী ভাতা প্রদান এবং সচিব ও গ্রাম পুলিশদের বেতন ভাতা প্রদান।	সরকারী বরাদ্ধ প্রাপ্তির ৭ (সাত) দিনের মধ্যে।	সরকারী বরাদ্ধ প্রাপ্তির পর সম্মানী ভাতা বা বেতন ভাতা ব্যাংক থেকে কালেকশন করে প্রদান করা হয়।	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়।
০৮	ধর্ম মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, জেলা পরিষদ, সংস্থা / বিভাগ কর্তৃক বিবিধ অনুদান বিতরণ।	বরাদ্ধ প্রাপ্তির পর বিষয়টি সুফলভোগীকে অবহিত করা হয়। সুফলভোগী কর্তৃক চাহিদা মোতাবেক কাগজ-পত্রাদি দাখিলের পর ৩ (তিন) দিনের মধ্যে অর্থ প্রদান করা হয়।	সুফলভোগী কর্তৃক চাহিদা মোতাবেক কাগজ-পত্রাদি দাখিলের পর উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক অর্থ প্রদান করা হয়।	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়, উপজেলা হিসাব রক্ষণ অফিস, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় / বিভাগ / সংস্থা।
০৯	জেনারেল সার্টিফিকেট মামলা।	বিধি মোতাবেক।	চ.উ.জ. অপঃ, ১৯১৩ অনুযায়ী।	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়।
১০	মোবাইল কোর্ট পরিচালনা ও	প্রতি সপ্তাহে একদিন।	সরকারের আদেশ ও বিভিন্ন	উপজেলা নির্বাহী

	রিপোর্ট রিটার্ণ প্রেরণ।		আইন মোতাবেক।	অফিসার ও ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট।
১১	হজ্জ্বব্রত পালনের ফরম বিতরণ ও পরামর্শ প্রদান।	আবেদনের সাথে সাথে।	আবেদন মোতাবেক উপজেলা নির্বাহী অফিস হতে ফরম, তথ্য ও পরামর্শ প্রদান করা হয়।	উপজেলা নির্বাহী অফিস ও জেলা প্রশাসক মহোদয়ের কার্যালয়।
১২	স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) সংক্রান্ত পরামর্শ, তথ্য ও করণীয় সম্পর্কে সেবা প্রদান।	চাহিদা মোতাবেক স্বল্প সময়ে প্রদান করা হয়।	উপজেলা নির্বাহী অফিসে এসে পরামর্শ চাওয়া হলে পরামর্শ প্রদান করা হয়।	উপজেলা নির্বাহী অফিস ও ইউপি চেয়ারম্যান।
১৩	বিভিন্ন কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন।	কমিটির সদস্য-সচিবের সাথে আলাপের মাধ্যমে সম্ভাব্য স্বল্পতম সময়ে।	সদস্য-সচিবের চাহিদা মাফিক।	বিভাগীয় কর্মকর্তা ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার।
১৪	বি.সি.আই.সি/ভর্তুকি সারের প্রতিবেদন প্রেরণ।	আগমনী বার্তা প্রাপ্তির দিন।	সরেজমিনে পরিদর্শন পূর্বক।	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার।
১৫	নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ সেল কমিটি।	অভিযোগ প্রাপ্তির ১০ (দশ) দিনের মধ্যে জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়ের প্রোগ্রাম অফিসার কর্তৃক সংশ্লিষ্ট পক্ষদ্বয়কে নোটিশ প্রদান করা হয়।	নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ সেল কমিটি কর্তৃক পক্ষদ্বয়ের শুনানী গ্রহণ শেষে নিস্পত্তি করা হয়।	জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা কার্যালয়ের প্রোগ্রাম অফিসার, উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা, ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার।

এছাড়াও উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক উপজেলায় নিম্নোক্ত কার্যাবলী সম্পাদিত হয়ে থাকে।

- ❖ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম জোরদার করণ।
- ❖ ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে পত্র যোগাযোগ।
- ❖ প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর সময় ত্রাণ কাজে সহায়তা প্রদান।
- ❖ আইন-শৃংখলা রক্ষায় প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান।
- ❖ সরকারী কার্যক্রমের সহায়ক শক্তি হিসাবে দায়িত্ব পালন।
- ❖ উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন ও প্রশাসনিক কাজের তদারকিকরণ।
- ❖ বিভাগীয় কর্মকর্তাদের সাথে সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন।
- ❖ মন্ত্রণালয়ের সকল নীতিমালা মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন।
- ❖ ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমে বাল্য বিবাহ প্রতিরোধে ভূমিকা পালন।
- ❖ ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমে ইলিশ সম্পদ (জাটকা) সম্পদ রক্ষা।

উপজেলা নির্বাহী আফিসারের কার্যালয়ের সাংগঠনিক কাঠামোঃ

কালিয়া উপজেলা পরিষদ কার্যালয়ের সাংগঠনিক কাঠামোঃ

১) সাঁটমুদ্রাক্ষরিক - ০১ জন
২) গাড়ী চালক - ০১ জন
৩) অফিস সহায়ক - ০২ জন
৪) পরিচ্ছন্নতা কর্মী- ০১ জন
৫) মালী -০১ জন

তৃতীয় অধ্যায়ঃ উপজেলার সম্পদ বিবরণী

৩.১ উপজেলার সম্পদের বিবরণীঃ

উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন উৎস থেকে লভ্য সম্পদঃ

জাতীয় পরিকল্পনা ও প্রকল্প	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়ন প্রকল্প	শিল্প/বাণিজ্যিক উদ্যোগ	অন্যান্য প্রকল্প
উপজেলায় জাতীয় প্রকল্পসমূহ	উপজেলা পরিষদের প্রকল্পসমূহ	শিল্প/বাণিজ্যিক প্রকল্পসমূহ	সংসদ সদস্যের অগ্রাধিকার প্রকল্প
জেলা/ উপজেলা পর্যায়ের প্রকল্প	জেলা পরিষদের প্রকল্পসমূহ		এনজিওসমূহের প্রকল্প
সরকারি বিভাগসমূহের ইউনিয়ন পর্যায়ের প্রকল্প	পৌরসভার প্রকল্পসমূহ	ব্যাংকিং/ঋণ কর্মসূচি	সিএসও'র প্রকল্পসমূহ
	ইউনিয়ন পরিষদের প্রকল্পসমূহ		

উপজেলার সম্পদ বিবরণীর সার-সংক্ষেপঃ

	অর্থায়নের উৎস	**বার্ষিক গড় বরাদ্দ**
১	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) মঞ্জুরি	
২	বিশেষ কর্মসূচির মঞ্জুরি	
৩	স্থানীয়ভাবে আহোরিত সম্পদ	১,৪৩,০০,০০০.০০
৪	উপজেলায় বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় প্রকল্প বাবদ এনবিডিসমূহের বাজেট	
৫	পৌরসভা উন্নয়ন কর্মসূচির মঞ্জুরি	
৭	জাতীয় প্রকল্পঃ ইউজিডিপি	৬০,০০,০০০.০০
৮	এনজিও/ সিএসও প্রকল্প	
৯	ব্যক্তিখাতের প্রকল্প	

চতুর্থ অধ্যায়ঃ পরিস্থিতি বিশ্লেষণ

৪.১ পরিস্থিতি বিশ্লেষণঃ

খাত	সমস্যা সমূহের বিবরণ	সাম্প্রতিক, চলমান	১ বছর পর	সুযোগ/ ঝুঁকি

	সমস্যার ধরণ	অবস্থান	পরিমাণ/ বিস্তৃতি	কারণ	ও পরিকল্পিত কার্যাবলী	পরিস্থিতির পূর্বাভাস	
যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা	সকল ইউনিয়ন	৭৮০ কিমি	বাজেটের স্বল্পতা	২৫ কিমি রাস্তা নির্মান ও সংস্কার হচ্ছে	৭০ কিমি রাস্তা উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার আওতায় আসবে	প্রতি বছর রক্ষাণাবেক্ষনের জন্য বাজেট বরাদ্ব রাখতে হবে
জনস্বাস্থ্য, স্যানিটেশন ও নিরাপদ পানি সরবরাহ	সমন্বিত নিরাপদ পানি সরবরাহ ও সুয়েরেজ ব্যবস্থা নেই	পুরো উপজেলা	৩০০ কিমি	বাজেটের স্বল্পতা ও উদ্দোগের অভাব	১০০ টিগভীর টিউবেউল স্থাপন করা হচ্ছে	৩০০ লোক নিরাপদ পানি পাবে	প্রতি বছর রক্ষাণাবেক্ষনের জন্য বাজেট এবং নতুন নতুন বরাদ্ব রাখতে হবে
শিক্ষা	শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া ও মাধ্যমিক স্কুলে মাল্টি মিডিয়া শ্রেনী কক্ষের অভাব	সকল ইউনিয়ন ও ৭৫ টি মাধ্যমিক স্কুলে	৫০০০ শিক্ষার্থী সরাসরি ক্ষতিগ্রস্থ	সচেতনতা এবং বাজেট ও ব্যবস্থাপনার অভাব	টিফিন বক্স বিতরণ এবং ১০ টি স্কুলে মাল্টি মিডিয়া উপযোগী শ্রেনী কক্ষ তৈরী হচ্ছে	৫০ টি স্কুলে উপস্থিতি বারবে এবং ১০ টি মাধ্যমিক স্কুলে মাল্টি মিডিয়া উপযোগী শ্রেনী কক্ষের মাধ্যমে পাঠদান করানো যাবে	সংশিষ্ট দপ্তর ও উপজেলা পরিষদকে বাজেট বরাদ্ব রাখতে হবে (প্রতি বছর)
কৃষি ও সেচ	নিরাপদ খাদ্য শস্য উৎপাদনে সচেতনতার অভাব, অপরিকল্পিত ভাবে ভু-গর্ভস্থ পানি সেচ হিসেবে ব্যবহার, কৃষি উপকরণ (বীজ, সার ও কীৎনাশক) এর অদক্ষ ব্যবহার	পুরো উপজেলা	হাজার হাজার কৃষক এ সব সমস্যা মোকাবেলা করছে	সচেতনতা, জ্ঞ্যন ও প্রশিক্ষনের অভাব	সচেতনতা বৃদ্ধিতে১০ টি ব্যাচের প্রশিক্ষন হয়েছে এবং চলমান আছে	৫০০০ জন কৃষক সচেতন হবে এবং পরিকল্পিত সেচ ও নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনে সক্ষম হবে	কৃষি অফিসকে নিয়মিত তত্ত্বাবধান করতে হবে
মৎস্য ও পানি সম্পদ	মাছ চাষে পানির গুনগত মান বজায় না রাখা, সঠিক খাদ্য ব্যবস্থাপনার	পুরো উপজেলা	হাজার হাজার চাষী এ সমস্যা সমুহ মোকাবেলা	সচেতনতা, জ্ঞ্যান ও প্রশিক্ষনের অভাব	চাষী পর্যায়ে সচেতনতামূলক সভা, প্রশিক্ষন ও প্রদর্শনী চলমান আছে এবং চলবে	৫০০ জন চাষী সচেতন হবে এবং পানির গুনগত মান বজায় রেখে মৎস্য উৎপাদনে	মৎস্য অফিসকে নিয়মিত তত্ত্বাবধান করতে হবে

	অভাব ও বাজারজাতকরণে চ্যানেলের দুর্বলতা		করছে			সক্ষম হবে	
মহিলা ও শিশু	বাল্য বিবাহ, নারী ও শিশু নির্যাতন	পুরো উপ‌ে জলা	মহিলা ও শিশুরা এ সমস্যায় আছে	সচেতনতা, নিরাপত্তা ও আইনি প্রয়োগের অভাব	মহিলা ও শিশুদের মাঝে সচেতনতামূলক সভা, নিরাপত্তার নিশ্চয়তা ও আইনের কঠোর প্রয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে	১২০০ মহিলা ও শিশু এর সুফল পাবে	মহিলা বিষয়ক কার্যালয়কে উদ্দোগ নিতে হবে

পঞ্চম অধ্যায়ঃ রূপকল্প

৫.১ রূপকল্পঃ

অবকাঠামো উন্নয়ন এবং আধুনিক মান সম্মত শিক্ষা,স্বাস্থ্য ও কৃষি ভিত্তিক সেবা নিশ্চিতকরনের মাধ্যমে কালিয়া উপজেলার জনসাধারণের জীবনমান উন্নয়ন।

ষষ্ট অধ্যায়ঃ পরিস্থিতি বিশ্লেষণ

৬.১ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও অভিষ্ট নির্ধারণ করা উপজেলার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারন এটি-

- উপজেলার স্বচ্ছ ও সুনির্দিষ্ট উন্নয়ন কৌশল যা সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সাথে বিনিময় করা সম্ভব হয়
- বার্ষিক পরিকল্পনায় কোন কোন প্রকল্পকে অর্থায়ন করা হবে তার সরাসরি নির্দেশনা দেয়
- বার্ষিক পরিকল্পনা পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং প্রতিবেদনের (monitoring and reporting) স্পষ্ট সূচক বের করে।

পরিস্থিতি বিশ্লেষনের ভিত্তিতে উপজেলা পরিষদ তার রূপকল্প, খাতওয়ারি লক্ষ্যমাত্রা ও প্রত্যাশিত ফলাফল নির্ধারণ করে যাতে করে উক্ত বছরে চিহ্নিত সমস্যাসমূহ মোকাবেলা করা সম্ভব হয়। উপজেলার জন্য বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও অভিষ্ট নির্ধারনের ক্ষেত্রে রূপকল্প বিবরণী ও পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার খাতওয়ারি লক্ষ্যমাত্রা নির্দেশনা প্রদান করে। বার্ষিক পরিকল্পনার উল্লিখিত লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও অভিষ্ট অনুসারে অগ্রাধিকার প্রকল্প/ স্কিম নির্ধারণ করা সম্ভব হয়।

উন্নয়ন পরিকল্পনার ক্ষেত্রে রূপকল্প একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পরিকল্পনা হচ্ছে বিদ্যমান সমস্যা ও বিষয়সমূহকে বিবেচনা করার ও ভবিষ্যত প্রয়োজন ও চাহিদা নিধারণের একটি প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতিগতভাবে সবচেয়ে কার্যকর উপায় চিহ্নিত করে সমাধানের মাধ্যমে প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জন করা। লক্ষ্য (goals), উদ্দেশ্য (objectives) ও অভিষ্ট(targets) নির্ধারনের একটি মানসম্মত ফরম্যাট সারণী ৫ এ প্রদান করা হলো।

৬.২ উপজেলার এসডব্লিউওটি (SWOT) বিশ্লেষনঃ

উপজেলা পরিষদে বসবাসরত মানুষের জীবন ও জীবিকাকে প্রভাবিত করতে পারে এমন অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উপাদানসমূহ বিশ্লেষনের মাধ্যমে পরিস্থিতি বিশ্লেষন করা হয়েছে। নিম্নে উপজেলার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা (strength), দুর্বলতা (weakness), সুযোগ (opportunity) এবং প্রতিবন্ধকতা (threat) - এসডব্লিউওটি - চিহ্নিত করা হয়েছে। এটিকে বিবেচনায় নিয়ে করণীয় নির্ধারণ করা হয়েছে এবং খাতওয়ারি উন্নয়ন প্রতিবন্ধকতা, সম্ভাব্য প্রভাব চিহ্নিত করে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নির্ধারনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

	উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সহায়ক	উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য ক্ষতিকর
অভ্যন্তরীণ প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য	সক্ষমতার দিক (Strength)	দুর্বলতার দিক (Weakness)
	বস্তুগত (যান্ত্রিক) সম্পদ ও দক্ষ জনবল	পরিকল্পনা প্রণয়নে মতামত প্রদানের সুযোগ সীমিত
	জনপ্রতিনিধিদের আইনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ	সকল খাতের প্রতি সমগুরুত্ব না দিয়ে নির্দিষ্ট কিছু খাত যেমন- ভৌত অবকাঠামো ও অনুন্নয়ন খাতে অত্যধিক গুরুত্ব দেয়া
	উন্নয়ন বান্ধব সরকারী নীতি	পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরী জ্ঞানের স্বল্পতা ও দীর্ঘমেয়াদী ও টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনা নেয়ার মানসিকতা না থাকা
	পরিষদের আয় ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়া	যথাসময়ে অর্থ ছাড়ের নিশ্চয়তা না থাকা
বাহ্যিক পরিবেশগত বৈশিষ্ট	সুযোগের দিক (Opportunities)	প্রতিকূলতা/ঝুঁকির দিক (Threat)
	উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে জনসাধারনের অংশগ্রহণ ও উৎসাহ	দলীয় রাজনৈতিক চাপ ও অভ্যন্তরীণ কোন্দল
	যুগপযোগী/আধুনিক উন্নয়ন বিষয়ক মানসিকতা	প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ও অরাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের ক্ষেত্রে সেবা গ্রহনে অনিহা ও দীর্ঘসূত্রিতা
	আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন	প্রকল্প বাস্তবায়নে গুনগতমান রক্ষায় দূর্বল দৃষ্টিভঙ্গি ও সরকারী ক্রয় প্রক্রিয়ায় অস্বচ্ছতা

পরিশিষ্ট্য-খ

২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি)-এর প্রাপ্ত বরাদ্দ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পের তালিকা

ক্রঃ নং	ইউনিয়নের নাম	ওয়ার্ড নং	কাজের বিবরণ	বাস্তবায়নের ধরণ	টাকা
১.	বাবরা হাচলা	৬	পাটকেলবাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে বজলুর রহমানের বাড়ি অভিমুখী রাস্তা ইটের সলিং দ্বারা উন্নয়ন।	টেন্ডার	৩০০,০০০
২.	বাবরা হাচলা	৮	বারাই পাড়া পাকা রাস্তা হতে বারইপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় অভিমুখী ইটের সলিং রাস্তা সংস্কার।	পিআইসি	১০০,০০০
৩.	পুরুলিয়া	৪	বাজে বাবরা মনু মিয়ার বাড়ি হতে বিল অভিমুখী রাস্তা সিসি দ্বারা উন্নয়ন।	টেন্ডার	২০০,০০০
৪.	পুরুলিয়া	২	নওয়াগ্রাম আব্দুস সামাদ দাখিল মাদ্রাসার রাস্তা ইটের সলিং দ্বারা উন্নয়ন।	পিআইসি	১০০,০০০
৫.	পুরুলিয়া	২	পার বিষ্ণুপুর মধ্যপাড়া ইকবালের দোকান হতে বিল অভিমুখী রাস্তা ইটের সলিং দ্বারা উন্নয়ন।	টেন্ডার	২০০,০০০
৬.	পুরুলিয়া	৭	রঘুনাথপুর টু যাদবপুর রোড একটি ইউ কালভার্ট নির্মাণ।	টেন্ডার	১৮৪,৫১০
৭.	হামিদপুর	৪	বিষ্ণুপুর আশ্রয়ন প্রকল্পের পানি নিস্কাশনের জন্য ইউড্রেণ নির্মাণ।	টেন্ডার	৩০০,০০০

৮.	হামিদপুর	৪	বিষ্ণুপুর হামিদপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মসজিদ হতে আশ্রয়ন প্রকল্প অভিমুখী রাস্তা ফ্লাট সলিং করণ।	পিআইসি	১০০,০০০
৯.	মাউলী	৪	ইসলামপুর বাবর আলী শেখ এর পাকা রাস্তা হতে ইসলামপুর পূর্বপাড়া জামে মসজিদ অভিমুখী রাস্তা ইটের সলিং দ্বারা উন্নয়ন।	টেন্ডার	২০০,০০০
১০.	মাউলী	৫	পার বিলবাউচ পাকা রাস্তা আসলাম শেখ এর বাড়ি হতে ইকবল শেখ এর বাড়ি হয়ে বিল অভিমুখী রাস্তা ইটের সলিং দ্বারা উন্নয়ন।	পিআইসি	১০০,০০০
১১.	মাউলী	৩	কাঠাদুরা পূর্বপাড়া তাহফিজুল কোরআন মাদ্রাসার ছাদের অসমাপ্ত কাজ (ছাদ ঢালাই) এর জন্য রড সরবরাহ।	টেন্ডার	২২৩,১০৯
১২.	মাউলী	৯	কলাগাছি মরহুম আজিম শেখ এর বাড়ির পার্শ্ব বিসি রাস্তা হতে বিল অভিমুখী রাস্তা ইটের সলিং দ্বারা উন্নয়ন।	টেন্ডার	১১১,৪২০
১৩.	মাউলী	৩	ক) মাদ্রাসা-ই-দারুল জান্নাত ও এতিমখানা কাঠাদুরা পশ্চীম পাড়া একটি ল্যাট্রিণ নির্মাণ। খ) চান্দেরচর বাজারের পশ্চিম পার্শ্বে পাকা রাস্তা হতে খেয়াঘাট অভিমুখী রাস্তা ইটের সলিং দ্বারা উন্নয়ন।	টেন্ডার	১৫৩,১৭১
১৪.	মাউলী	৬	মাউলী বাজার চান্দেরচর বাজার মাউলী ইউপি অফিস রোডে তেলিডাঙ্গা খেয়াঘাটের পশ্চিম পার্শ্বে রাস্তায় একটি ইউ কালভার্ট নির্মাণ।	টেন্ডার	১৬৪,১০৯
১৫.	সালামাবাদ	৩	হাড়ীডাঙ্গা মুজি মোল্যার বাড়ি হতে কবির মোল্যার বাড়ি অভিমুখী রাস্তা ইটের সলিং দ্বারা উন্নয়ন।	পিআইসি	১০০,০০০
১৬.	সালামাবাদ	৩	ক) হাড়ীডাঙ্গা আব্দুল শেখের বাড়ীর মসজিদ হতে বিল অভিমুখী রাস্তা ইটের সলিং দ্বারা উন্নয়ন। খ) দাশ নাওয়রা বিসি রাস্তা হতে পশ্চিম দিকের রাস্তা ইটের সলিং দ্বারা উন্নয়ন।	টেন্ডার	৩০০,০০০
১৭.	সালামাবাদ	৬	জোকা গ্রামের হবি মোল্যার বাড়ির পার্শ্বে একটি ইউ কালভার্ট নির্মাণ।	টেন্ডার	১০০,০০০
১৮.	সালামাবাদ	৯	জয়পুর কালিয়া টু কলাবাড়িয়া মেইন রাস্তা হতে বাকিদুল এর বাড়ি অভিমুখী সিসিদ্বারা উন্নয়ন।	টেন্ডার	২০০,০০০
১৯.	খাশিয়াল	৫	ক) পাটনা জামাল মাষ্টারের বাড়ি হতে মশিয়ার খান এর বাড়ি অভিমুখী রাস্তা ইটের সলিং দ্বারা উন্নয়ন। খ) টোনা ছামাদ মুন্সীর বাড়ি হতে জুঙ্গু মুন্সীর বাড়ি অভিমুখী রাস্তা ইটের সলিং সংস্কার।	টেন্ডার	২০০,০০০
২০.	খাশিয়াল	৭	০৬ নং খাশিয়াল ইউনিয়নের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ক্রিকেট, ফুটবল ও ভলিবল খেলার সরঞ্জাম সরবরাহ।	পিআইসি	১০০,০০০
২১.	খাশিয়াল	৪	তালবাড়িয়া সার্বজনিন শিব মন্দির সংস্কার।	টেন্ডার	১০০,০০০
২২.	খাশিয়াল	৪	শিবানন্দপুর পূর্ব পাড়া মোড় হতে ইমদাদুল এর বাড়ি অভিমুখী রাস্তা ইটের সলিং দ্বারা উন্নয়ন।	টেন্ডার	১০০,০০০
২৩.	খাশিয়াল	১	শুড়িগাতি গ্রামের কালিয়া-বড়দিয়া সড়কের শাহাজাহান ডাক্তারের বাড়ি হতে দিলিপ দাশের বাড়ি পর্যন্ত ইটের সলিং রাস্তা মেরামত।	টেন্ডার	১০০,০০০

২৪.	জয়নগর	৩-৪	দেবদুন গুলফাত শেখের বাড়ির পার্শ্ব হতে ডাঙ্গা অভিমুখী রাস্তা ইটের সলিং দ্বারা উন্নয়ন।	টেন্ডার	২০০,০০০
২৫.	জয়নগর	২	দেবদুন রিপন কাজীর বাড়ির পার্শ্ব হতে ডাঙ্গা অভিমুখী রাস্তা ইটের সলিং দ্বারা উন্নয়ন।	পিআইসি	১০০,০০০

২৬.	জয়নগর	৫	নড়াগাতী আইয়ুব মুন্সীর বাড়ীর পার্শ্ব হতে নড়াগাতী মধ্যেপাড়া জামে মসজিদ হতে নড়াগাতী টু বাঐসোনা পাকা রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা ইটের সলিং দ্বারা উন্নয়ন।	টেন্ডার	১০০,০০০
২৭.	কলাবাড়িয়া	৪	ক) লোহারগাতী খাজা তালুকদারের বাড়ির উত্তর পার্শ্বে বক্স কালভার্ট নির্মাণ। খ) কান্দুরী টুটুলের বাড়ি হতে কান্দুরী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় অভিমুখী রাস্তা ইটের সলিং দ্বারা উন্নয়ন।	টেন্ডার	২৬৫,৭৯০
২৮.	কলাবাড়িয়া	৭	শিবপুর নদির রাস্তার পাশ্বের রাস্তায় আজিজ ছকাতির বাড়ির পার্শ্বে একটি ইউড্রেণ নির্মাণ।	পিআইসি	১০০,০০০
২৯.	কলাবাড়িয়া	৮	পারখালি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এর সামনে পাকা রাস্তা হতে পারখালী বেলেডাঙ্গা মধ্যপাড়া জামে মসজিদ মোড় হয়ে বেলেডাঙ্গা শিকদার বাড়ি অভিমুখী রাস্তা ইটের সলিং দ্বারা উন্নয়ন।	টেন্ডার	১৫০,০০০
৩০.	বাঐসোনা	৮	দক্ষিণ যোগানিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনের রাস্তায় একটি ইউ কালভার্ট নির্মাণ।	পিআইসি	১০০,০০০
৩১.	বাঐসোনা	৭	নলামারা ঘাঘর বিশ্বাসের বাড়ির সামনে হতে জলাডাঙ্গা গ্রামের মোড় অভিমুখী রাস্তা ইটের সলিং দ্বারা উন্নয়ন।	টেন্ডার	২০০,০০০
৩২.	বাঐসোনা	৮	এনায়েত কবির চঞ্চল এর বাড়ি সংলগ্ন পাকা রাস্তা হতে খাল যোগানিয়া সার্বজনিন দূর্গা মন্দির পর্যন্ত রাস্তা পাকা করণ।	টেন্ডার	১৫০,০০০
৩৩.	পহরডাঙ্গা	৯	চাপাইল স্লুইসগেটের ধাপ অপসারণ এবং ডুটকুড়া খালের কচুরিপানা অপসারণ।	টেন্ডার	৭৯,০০০
৩৪.	পহরডাঙ্গা	৬	সরসপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে হতে মধুমতি মাধ্যমিক বিদ্যালয় অভিমুখী রাস্তা ইটের সলিং দ্বারা উন্নয়ন।	পিআইসি	১০০,০০০
৩৫.	পহরডাঙ্গা	৮	চাপাইল-যোগানিয়া সড়কের মূলশ্রী ব্রীজ এর পার্শ্ব হতে মূলশ্রী কমিউনিটি ক্লিনিক অভিমুখী রাস্তা ইটের সলিং দ্বারা উন্নয়ন।	টেন্ডার	৩০০,০০০
৩৬.	পেড়লী		খড়রিয়া খবির বিশ্বাসের বাড়ি হতে মহিবুর বিশ্বাসের বাড়ি অভিমুখী রাস্তা ইটের সলিং দ্বারা উন্নয়ন।	পিআইসি	১০০,০০০
৩৭.	পেড়লী		পেড়লী হেলাল মোল্যার বাড়ি হতে হরমুজ শেখের বাড়ির পাশদিয়ে শহীদ শেখের বাড়ি অভিমুখী রাস্তা সিসি দ্বারা উন্নয়ন।	টেন্ডার	২০০,০০০
৩৮.	পেড়লী	৪	কদমতলা জিপিএস সংযোগ সড়ক ইটের সলিং দ্বারা উন্নয়ন।	টেন্ডার	১০০,০০০
৩৯.	পেড়লী	৮	৮নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত দানবীর ফাজেল মোল্লা গেট থেকে হাজী মোল্লা ইমরানুল বিন মাসুদ আহম্মদীয়া নুরানীয় মাদ্রাসা অভিমুখী রাস্তা ইটের সলিং দ্বারা উন্নয়ন। ৯০ মিটার	টেন্ডার	১৬৫,৯৭১
৪০.	চাঁচুড়ী	৫	বনগ্রাম ফুটবল মাঠের পিজের রাস্তা হতে বনগ্রাম পশ্চিমপাড়া মসজিদ অভিমুখী রাস্তা	পিআইসি	১০০,০০০

			ইটের সলিং দ্বারা উন্নয়ন।		
৪১.	চাঁচুড়ী		ক) হাড়িয়ারঘোপ মুজিবর শেখের বাড়ি হতে রাজুর বাড়ি অভিমুখী রাস্তা ইটের সলিং দ্বারা উন্নয়ন। খ) সুমেরুখোলা খেয়াঘাট পুনঃ নির্মাণ।	টেন্ডার	২০০,০০০
৪২.	চাঁচুড়ী	১	চাঁচুড়ী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে চাঁচুড়ী দক্ষিণ পাড়া মসজিদ অভিমুখী রাস্তা পাকাকরণ।	টেন্ডার	২০০,০০০
৪৩.	চাঁচুড়ী	৪	আটলিয়া বিদ্যালয়ের সংযোগ সড়ক।	টেন্ডার	১০০,০০০
৪৪.	চাঁচুড়ী	৫-৬	মোল্যাডাঙ্গা ও আরাজী কলিমন গ্রামের মাঝের খালের উপর হামিদ মোল্যার বাড়ি হতে কালুর বাড়ি সংযোগ স্থালে কাঠের পুল নির্মাণ।	টেন্ডার	৩৮১,৯২০
৪৫.	বড়নাল ইলিয়াছাবাদ	৭	রাজাপুর সাইফুল সিকদার এর বাড়ী হতে রাজাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় অভিমুখী রাস্তা ইটের সলিং দ্বারা উন্নয়ন।	পিআইসি	১০০,০০০
৪৬.	বড়নাল ইলিয়াছাবাদ	৭	ক) রাজাপুর করিম ফকির এর বাড়ী হতে রিকাব আলী মীর এর বাড়ি অভিমুখী রাস্তা ইটের সলিং দ্বারা উন্নয়ন। খ) বিলদুড়িয়া বাজার থেকে বড়নাল ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক মেরামত।	টেন্ডার	৩০০,০০০
৪৭.	পাঁচগ্রাম	৬	পাটেশ্বরী জামিল ফকিরের বাড়ি থেকে বিল অভিমুখী রাস্তা ইটের সলিং দ্বারা উন্নয়ন।	টেন্ডার	২০০,০০০
৪৮.	পাঁচগ্রাম	৪	মহিষখোলা নদীল কুলের রাস্তায় বক্সকালভার্ট নির্মাণ।	পিআইসি	১০০,০০০
৪৯.	পাঁচগ্রাম	৭	সাতবাড়ীয়া ওলিয়ার ফারাজির বাড়ী হতে মোস্তফার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ইটের সলিং দ্বারা উন্নয়ন উন্নয়ন।	টেন্ডার	১০০,০০০
৫০.	পাঁচগ্রাম	৯	পিরোলীস্থান অবদা বেড়ীবাধ ইটের সলিং রাস্তার মাথা হতে কমিউনিটি সেন্টার অভিমুখী রাস্তা ইটের সলিং দ্বারা উন্নয়ন।	টেন্ডার	১০০,০০০
৫১.	বিবিধ		কালিয়া উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ।	পিআইসি	২০০,০০০
৫২.	বিবিধ		কালিয়া উপজেলার বিভিন্ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বৃক্ষ রোপণ।	পিআইসি	২০০,০০০
৫৩.	বিবিধ		কালিয়া উপজেলার বিভিন্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কলেজ ও মাদ্রাসায় বৃক্ষ রোপণ।	পিআইসি	২০০,০০০
৫৪.	বিবিধ		কালিয়া উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ।	পিআইসি	২০০,০০০
৫৫.	বিবিধ		কালিয়া উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের দরিদ্র অসহায় মহিলাদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ।	টেন্ডার	২০০,০০০
৫৬.	বিবিধ		কাঠাদুরা মধ্যপাড়া পাকা রাস্তা হতে বিল অভিমুখী ইটের সলিং রাস্তা সংস্কার।	পিআইসি	২০০,০০০
৫৭.	বিবিধ		ঘশিবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নিকট হতে চর কলাগাছি অভিমুখী ইটের	পিআইসি	২০০,০০০

			সলিং রাস্তা সংস্কার।		
				সর্বমোট=	৯৪,২৯,০০০

অষ্টম অধ্যায়ঃ মনিটরিং ও মূল্যায়ন পদ্ধতি

৮.১ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশলের উদ্দেশ্য:

উপজেলার উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ পূর্ণাঙ্গ করার জন্য তাদের একটি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশল থাকবে, যার মাধ্যমে উপজেলা পরিষদ নিয়মিত ও পদ্ধতিগতভাবে প্রকল্প/ স্কিমের বাস্তবায়নের অগ্রগতি এবং নির্ধারিত উদ্দেশ্য (objectives) ও কর্মদক্ষতার সূচকের (performance indicators) ভিত্তিতে তাদের কর্মসম্পাদন দক্ষতা নিরূপন করতে সক্ষম হবে। অতএব উপজেলা পরিষদের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ণ থাকা প্রয়োজন, যা বৃহত্তর পরিসরে সরকারের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতিতে ভূমিকা রাখবে। পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশল উপজেলা পরিষদ ও অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগিদের নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ জানতে সাহায্য করে:

(১) পরিকল্পনা অনুসারে পরিকল্পিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে কিনা

(২) সম্পদ সমূহ (তহবিল, উপকরণ বা মানব সম্পদ) ইত্যাদি যে কাজের জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছিল সেই কাজের জন্য সঞ্চালন করা হয়েছে কিনা

(৩) সম্পদ সমূহ (তহবিল, উপকরণ বা মানব সম্পদ) ইত্যাদি যে কাজের জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছিল সেই কাজের বাইরে অন্য কাজের জন্য সঞ্চালন করা হচ্ছে কিনা

(৪) বাস্তবায়িত কাজের ফলাফল (outputs) পরিকল্পনা অনুসারে হয়েছে

(৫) নির্ধারিত উদ্দেশ্য অনুসাওে কাজের ফলাফল অর্জিত হয়েছে কিনা এবং নির্ধারিত উদ্দেশ্য সমূহ এখনো প্রাসঙ্গিক আছে কিনা

(৬) পরিকল্পনা তার লক্ষ্য অর্জন করেছে কিনা, যেমন; উপজেলার অভিষ্ট জনগোষ্টির জীবনযাপনে প্রত্যাশিত পরিবর্তন এনেছে।

বিভিন্ন পর্যায়ে অন্যান্য পরিচালন ও প্রশাসনিক উদ্দেশ্য সম্পাদন এবং কেন্দ্রীয় সরকার ও উন্নয়ন সহযোগিদের জন্যেও পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশল প্রয়োজন। পাশাপাশি বার্ষিক পরিকল্পনারও একটি পরিবীক্ষণ পদ্ধতি থাকবে যা পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নকে সহযোগিতা করবে। সেই কারণে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও অভিষ্টের আলোকে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিবীক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৮.২ বার্ষিক পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশলের মানদন্ড ও নীতি

বার্ষিক পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশলনিম্নলিখিত মানদন্ড ও নীতির ভিত্তিতে প্রণীত হয়েছে:

- সাবলিলতা: পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন (M&E) কৌশল সাবলীল হতে হবে, কিন্তু উপজেলা পর্যায়ে পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যসমৃদ্ধ হতে হবে।
- বায়নকারিদের সম্পৃক্ততা: কৌশলের ক্ষেত্রে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন (M&E) কার্যক্রমের সর্বস্তরে বাস্তবায়নকারিদের অংশগ্রহণ থাকতে হবে
- টেকসই: উপজেলার উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত অংশীজনের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কৌশল প্রণীত হতে হবে

এই মানদন্ড ও নীতি পরস্পর সম্পর্কিত এবং উপজেলার উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ভূমিকা রাখে।

৮.৩ বার্ষিক পরিকল্পনা পরিবীক্ষণের ফরম্যাট

বার্ষিক পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশল অনুসারে উপজেলা পরিষদ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনের জন্য (সারণী ১) এবং বার্ষিক সমন্বিত প্রতিবেদনের জন্য (সারণী ২) নিম্নের সুপারিশকৃত পরিবীক্ষণ ফরম্যাট ব্যবহার করবে।

ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন (. . . . . . অর্থ বছরের . . . . ত্রৈমাসিক)

প্রতিটি খাতের প্রকল্প/ স্কিম	ফলাফলসূচক (output Indicator)	অভিষ্ট লক্ষ্য (Target)	এই তারিখ পর্যন্ত সম্পাদন	এই তারিখ পর্যন্ত উপকারভোগী	এই তারিখ পর্যন্ত আওতাভূক্ত এলাকা	প্রাক্কলিত বাজেট	এই তারিখ পর্যন্ত প্রকৃত অর্থ ছাড় / ব্যায়

১.সামাজিক খাত							
২.অর্থনৈতিক খাত							
৩.অবকাঠামো							
৪.পরিবেশ..							

সারণী ২: বার্ষিক অগ্রগতি / সম্পাদন প্রতিবেদন (. . . . . .অর্থ বছর)

খাত ভিত্তিক প্রকল্প/ স্কিম	ফলাফলসূচক(Outputs Indicators)	অভিষ্ট লক্ষ্য (Targets)	সম্পাদন (Accomplishment)	উপকারভোগী খাত (Beneficiary Sector)	আওতাভূক্ত এলাকা	প্রাক্কলিত বাজেট	প্রকৃত বরাদ্দ
১.সামাজিক খাত							
২.অর্থনৈতিক খাত							
৩.অবকাঠামো							
৪.পরিবেশ							

৮.৪ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদনের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

বার্ষিক পরিকল্পনা মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত সূচকের ভিত্তিতে এবং যে পরিকল্পনা অনুসারে বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে তার প্রেক্ষিতে পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা ও প্রত্যাশিত ফলাফলের অগ্রগতি ও অর্জন নির্ধারণের জন্য নিয়মিত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষন করবে। উপজেলা পরিষদ সাধারণভাবে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে এটা সম্পাদন করবে। উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যান উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালন, সম্পদ ব্যবহার ও এর ফলাফল পরিবীক্ষণ ও তত্ত্বাবধান করবেন। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরি কমিটি উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, তত্ত্বাবধান ও অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তুত করবেতও সভায় ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পর্যালোচনা করতে উপজেলা পরিষদকে সহযোগিতা করবে।

উপজেলা পরিষদ এর সভায় অর্থ বছরের শেষে উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে প্রকল্প/ স্কিম বাস্তবায়িত হয়েছে কি না বা শুরুতে নির্ধারিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কতোটা অর্জিত হয়েছে তা নির্ধারণের জন্য এবং যে উদ্দেশ্যে সম্পদ বরাদ্দ করা হয়েছিল সেই অনুসারে ব্যবহৃত হয়েছে কিনা তা যাচাইয়ের জন্য সমন্বিত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন পর্যালোচনা করবে। পূর্বের মতোই উপজেলা কমিটির সহযোগিতায় প্রস্তুত তথ্য ও উপকরণের ভিত্তিতে ইউএনও অর্থ বছরের শেষে প্রতিবেদন প্রস্তুত করবে এবং চূড়ান্ত মূল্যায়নের জন্য উপজেলা পরিষদের সভায় পেশ করবে।

প্রতিবেদন ও যোগাযোগ কৌশল:

বার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় বাস্তবায়িত প্রকল্প/ স্কিমের অগ্রগতি সম্পর্কে উপজেলা পরিষদ ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক সমন্বিত প্রতিবেদন জেলায় ও এলজিডিতে প্রেরণ করবে। উপজেলা পরিষদ একইভাবে উপজেলা পরিষদের তথ্য প্রকাশের দায়িত্ব হিসেবে এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক সমন্বিত প্রতিবেদন ইউনিয়ন পরিষদসমূহ ও পৌরসভায় প্রেরণ করবে।

উপসংহার

যে কোন কর্মকান্ড সঠিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য চাই একটি বাস্তব ভিত্তিক পরিকল্পনা। আর এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য চাই সত্যিকারের উদ্যোগ ও সঠিক কর্মকৌশল নির্ধারণ। সেই সাথে চাই কাজের প্রতি ভালবাসা ও জবাবদিহিতা। সর্বোপরি সকল সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সত্যিকারের জনসেবার মনমানসিকতা। বর্তমান সরকার স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করণের মাধ্যমে উন্নয়নকে জনগনের

দোড়গোড়ায় পৌছানো তথা একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মেকাবেলা করার জন্য বদ্ধ পরিকর। এ জন্য উপজেলা গভর্ন্যান্স প্রজেক্ট উপজেলা পরিষদগুলোকে বাস্তবমূখী পরিকল্পনা প্রনয়নে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিশেষভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এর মাধ্যমে উপজেলার বিভিন্ন সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সেতু বন্ধন রচিত হবে বলে বিশ্বাস করা যায়। এই পরিকল্পনা প্রনয়নে যথেষ্ট সময় পাওয়া যায় নাই বিধায় এতে অনেক ভুল ত্রুটিসহ অনেক সীমাব্ধতা রয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট কমিটি মনে করে। উন্নয়ন একটি চলমান প্রক্রিয়া। তাই উন্নয়নের স্বার্থে রচিত এই বার্ষিক পরিকল্পনার পরিবর্তন, পরিবর্ধন, পরিমার্জন তথা সংস্কারের কাজ অব্যহত থাকবে। এজন্য সকল শুভানুধ্যায়ী এবং জনসেবকদের মূল্যবান এবং আন্তরিক পরামর্শ বিশেষভাবে প্রয়োজন। সেই সাথে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সকল সরকারী, বেসরকারী এবং জনপ্রতিনিধিসহ সকল স্তরের জনগনের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহন এবং সার্বিক সহয়োগীতা একান্তভাবে প্রয়োজন। তবেই সফল হবে এই বার্ষিক পরিকল্পনার সকল স্বপ্ন ও উদ্দেশকে বাস্তবায়ন করা।

সমাপ্ত